দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... 1 JUL 2009 ......

অসন্তোষ সৃষ্টির আশঙ্কা

১৫০০ মাদ্রাসার কোন প্রতিনিধি না রেখে ইবি তড়িঘড়ি করে গোপনে একাডেমিক কাউন্সিল গঠন করছে

মো: আবদুর রহিম

মাদ্রাসা শিক্ষকদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল হচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফাজিল-কামিল শ্রেণীকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে মান দেয়া। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও অধিভুক্ত এবং মাদ্রাসাসমূহের মান উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষকদের অধিকহারে সম্পৃক্ত করাই ছিল সংশ্লিষ্ট মহলের প্রত্যাশা। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষকদের পৃঃ ২ কঃ ৫

১৫০০ মাদ্রাসার কোন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অন্তরালে রেখে অধিভুক্তির প্রথম অর্ডিন্যান্সে অসম্পূর্ণতা ও জটিলতা নিরসনে তড়িঘড়ি সংশোধন করা হচ্ছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সূত্রমতে, একটি বিশেষ মহলের কারসাজিতে অর্ডিন্যান্সে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা সংকোচনের জন্যই এ তড়িঘড়ি। মূলত মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঘটিতব্য একাডেমিক ও সিলেবাস কমিটিতে মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতিনিধি রাখা হবে না। অথচ একাডেমিক কাউন্সিল হবে উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন। মাদ্রাসা শিক্ষকগণকে উল্লিখিত কমিটি থেকে বাদ রাখার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অতি গোপনে এসব কমিটি গঠনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, দেড় হাজার মাদ্রাসার কোন প্রতিনিধি না রেখে একাডেমিক কাউন্সিল গঠন এবং পূর্বের একাডেমিক কমিটিতে বিভাগভিত্তিক প্রতিনিধি রাখার বিধানকে পরিবর্তন করে মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতিনিধিশূন্য করা হলে শিক্ষক সমাজ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে। এ নিয়ে দেশব্যাপী শিক্ষক অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত সমস্যা সৃষ্টি না করে শক্তিশালী প্রশাসন গড়ে তুলতে যোগ্য ও অভিজ্ঞ মাদ্রাসা শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করার পর অর্ডিন্যান্স সংশোধন ও বাস্তবায়ন করাই হবে বাঞ্ছনীয়।